পাঠক ও গ্রাহকদের কাছে বিশেষ অনুরোধ

গ্রাহক চাঁদা ও ডোনেশন
ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে পাঠিয়ে ফোন
অথবা মেসেজ করে জানান এই নম্বরে
৯৭৩৩৪৬৩৬৯২/৯৭৩৩৯০১৫০৯/৯১৫৩২৩৩৯৭৮

JHAR
A/c No. 0229010270997
IFSC Code is PUNB0022920
PNB Branch-Berhampore

ঝড়

সংবাদ সাহিত্য সাপ্তাহিক

৩৪ বছরের আব্দুল জাব্বারকে বাংলাদেশি সন্দেহে তুলে নিয়ে গেছে পুলিশ। ছাড় পায়নি তাঁর দুই শিশু সন্তানও।

ঊনষাট বর্ষ, ১৪তম সংখ্যা ❑ ১৪সেপ্টেম্বর, ২০২৬ ❑ e-mail: jharweekly@gmail.com ❑ Mob: 9733463692 ❑ মূল্য ২ টাকা মাত্র ❑ প্রতিষ্ঠাতা প্রধান সম্পাদক: অচিন্ত্য সিংহ

স্কুলে বন্যার জল ক্লাবে, মন্দিরে ক্লাস

মিঠু কর্মকার ❑ কান্দি — সমস্যা প্রায় ১৪ বছরের। এবছরও বন্যার জল ঢুকেছে স্কুল ঘরে। ছাত্রছাত্রীদের ক্লাস চলছে গ্রামের মন্দির, ক্লাবঘর, কখনো বা ফ্লাডশেল্টারে। কান্দি ব্লকের ৭ নম্বর রাজারামপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এমনি দশা। অন্যদিকে ২০০০ সালের বন্যার পর থেকে প্রতিবর্ষায় স্কুল চত্বর জলমগ্ন হয়ে পড়ছে। এই সময়কালে ছাত্রছাত্রীদের কার্যত ক্লাসরুম থেকে বেরোনো নিষেধ। বড়ঞা ব্লকের গোদাপাড়া পুলিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ে এবছরও এই নিয়মের কোন ব্যতিক্রম হয়নি।

রাজারামপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রী রয়েছে ৫৭জন, শিক্ষক রয়েছেন তিনজন। প্রায় ১৪বছর ধরে নিকাশি সমস্যায় ভুগছে স্কুলটি। আগে গ্রামের অধিকাংশ এলাকা থেকে একটি বড় নালার মাধ্যমে বর্ষার জল নিকাশি হতো। কিন্তু ২০১২ সালে ওই নালা বন্ধ হয়ে যায়। এরপর থেকে বর্ষা নামলেই স্কুল চত্বর ভেসে যায় বর্ষার জলে। প্রধান শিক্ষক সপ্তম কুমার অধিকারী বলেন, প্রশাসনের কাছে বহুবার সমস্যা লিখিত আকারে জানিয়েছি। সমস্যা মেটেনি, তাই প্রতিবারের মতন এবছরও ছাত্রছাত্রীদের ক্লাস নিতে হচ্ছে গ্রামের মন্দিরে, ক্লাবঘরে আবার ফ্লাড শেল্টারে। গত ৩ আগস্ট শেষবারের মতন স্কুলে মিডডে মিল তৈরি হয়েছিল। ওইদিন এত বৃষ্টি হয় যে খাবার জলে ভেসে যায়। তারপর থেকে মিডডে মিলও বন্ধ।

অন্যদিকে বড়ঞা ব্লকের গোদাপাড়া পুলিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের সমস্যা ২০০০ সালের বন্যার পর থেকে। সেবারের বন্যায় গোটা স্কুলটাই বন্যার তোড়ে ভেসে গিয়েছিল। স্কুল ভবন পুরোটাই নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। এরপর নতুন ভবন তৈরি হলেও স্কুল চত্বর এখনো নিচু রয়েছে। ফলে প্রতিবারের মতন এবারও স্কুল চত্বর জলমগ্ন হয়ে পড়েছে।ওই স্কুলে ছাত্রছাত্রী রয়েছে প্রায় সাড়ে তিনশো। শিক্ষক রয়েছেন আটজন। স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক দেবব্রত সরকার বলেন, স্কুল চত্বর শুধু জলে ঢেকে গিয়েছে বলে নয়। নোংরা জলে রোগের ভয়, ছাত্রছাত্রীদের পড়ে যাওয়ার ভয় ছাড়াও সাপের উপদ্রব রয়েছে।

দুটি ঘটনার প্রেক্ষিতে কান্দি মহকুমা প্রশাসনের এক আধিকারিক বলেন, বড়ঞার স্কুলটির সমস্যার মেটানোর কাজ শুরু হয়েছে। বর্ষার পর কান্দির প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বিষয়টি খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

আমার স্বদেশ লুঠ হয়ে যায় প্রতিদিন প্রতিরাতে

অনুপ সিংহ (ঝড়-এর নিজস্ব প্রতিবেদন) ❑ দুটি ফুটফুটে ফুলের মতো শিশু। আহাত সেখ। বয়স ৬। জিহাত সেখ। বয়স ৮। বাবা বাংলাদেশি এই সন্দেহে বাবার সঙ্গে দুই ছেলেকেও গভীর রাতে তুলে নিয়ে গেছে পুলিশ। কারণ বিদেশি পিতার সন্তানরাও বিদেশি। একমাস হতে চলল। কোথায় আছে তারা? কোনো হোল্ডিং সেন্টারে, কিংবা পুলিশ কাষ্টডি অথবা বাংলাদেশের জেলে — কেউ জানেনা। রাষ্ট্র নীরব। বিচার ব্যবস্থা অন্ধ। প্রশাসন নির্মম। সন্তানহারা মায়ের বোবা কান্না পদ্মার জল আর প্রবল বর্ষায় মিলে মিশে সারা গ্রাম জুড়ে এক বেদনাময় স্তব্ধতা সৃষ্টি করেছে।

আহাত সেখ। জিহাত সেখ। বাংলাদেশি সন্দেহে বাবার সঙ্গে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে তাদেরও। কোনও হদিস নেই।

২০ - ২২ জন সাদা পোশাকের পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর সদস্য মাঝরাতে ঘুম থেকে তুলে টেনে হেঁচড়ে নিয়ে গেছে নূরপুর অঞ্চলের কালুপুর গ্রামের বাসিন্দা প্রায় সত্তর বছর বয়সী ইব্রাহিম সেখকে। না কোনো ওয়ারেন্ট, না কোনো কথা। সঙ্গে অশ্রাব্য গালিগালাজ। কথার মাঝে বোঝা যায় বাংলাদেশি বলে তুলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। হতচকিত ভয়ার্ত মানুষের প্রশ্ন 'ও কি বাংলাদেশি?' থ্রিলার ফিল্মি কায়দায় পুলিশের এই অভিযানে মানুষ আতঙ্কিত। জনৈক ইসমাইল সেখ বলেন, 'ইব্রাহিম সেখের জন্ম ভারতেই। যুবক বয়সে কয়েক বছর বাংলাদেশে ছিল। তারপর আবার ভারতে ফিরে আসে। ফিরে আসার ৩০ বছর হয়ে গেল। তার বাড়ি, জমি ও সব ভারতীয় ডকুমেন্ট আছে।' তিনি আরও বলেন, 'ইব্রাহিম সেখ গোবেচারা সরল মানুষ। স্ত্রীও মারা গেছে অনেক দিন। ছেলে বৌমা নাতি- পুতি নিয়ে সংসার।' তার ছেলে বৌমা অবশ্য বাড়িতে ছিল না সেসময়। ফোনে যোগাযোগ করা হলে তাদের একটাই কথা — তাদের বাবা কোথায়, তারা কিছুই জানে না।

অন্যদিকে, ঐ অঞ্চলেরই নূরপুর গ্রামের বাসিন্দা বছর চৌত্রিশের যুবক আব্দুল জাব্বার সেখ-কে একই কায়দায় বাংলাদেশি বলে তুলে নিয়ে গেছে পুলিশ। আরও মর্মান্তিক আব্দুলের দুই নাবালক ছেলেকে তুলে নিয়ে যাওয়া। জিহাত সেখ, ৮ বছর বয়স। আহাত সেখ ৬ বছর বয়স। ওদের মা ঝুমা বিবি যেন পাথর হয়ে গেছে। বাকরহিত! পাড়ার মানুষের মধ্যেও হা হুতাশ। ঐ বাচ্চা দুটি নিয়ে এলাকার জনৈক শিক্ষক সেলিম সেখ ক্রোধের সঙ্গেই বলেন, 'এটা মেনে নেওয়া যায় না। এটা অত্যন্ত অমানবিক। দুধের বাচ্চা। ওদের মায়ের কাছ থেকে আলাদা করা যায়?'

উপস্থিত জামিরুল সেখ জানান যে, ' আমিই জাব্বারের বাবা।' তাকে জিজ্ঞাসা করি, 'আপনি যদি জাব্বারের বাবা হন, তাহলে জাব্বার বাংলাদেশি কিভাবে হয়?' এই প্রশ্নের উত্তরে জামিরুল সেখ জানান, জাব্বারের জন্ম পাশের গ্রাম চাঁদনিচকে ওর মামার বাড়িতে। ঐসময় ওর বাবা মারা যায়। আর তখন আমার স্ত্রীরও সন্তান সন্ততি হয়নি। ওকে আমরা নিয়ে নিই। তখন থেকেই ও আমাদের সন্তান। কাগজ কলম করে নিইনি ঠিকই। কিন্তু সবাই জানে ও আমাদের সন্তান। ওর পড়াশোনা, ওর কাগজপত্র, সব ডকুমেন্টে আমিই ওর পিতা।' ভদ্রলোক কথাগুলো এমন উতলার সঙ্গে বলে যাচ্ছিলেন আর ডুকরে কাঁদছিলেন, যে পুরুষ মানুষকে এভাবে কাঁদতে কমই দেখা যায়।

আর ওদিকে জিহাত আহাতের মা ঝুমা বিবির কান্না যেন শুকিয়ে গেছে। পাথর হয়ে গেছে। পাশে থাকা অন্য মহিলাদের কথায়, 'হামরা যতি জানতে পারতুং অরা কোথায় আছে তাহালেই হোতোক। উ তো (ঝুমা বিবি) ছেল্যার শোকে পাগল হয়্যাই গেলে। আল্লা, কুথে যে আছে ছেল্যাদুটাকে লিয়্যা জাব্বার!' আদৌ কেউ জানে না যে ওরা কোথায় আছে। ইণ্ডিয়ার কোনো হোল্ডিং সেন্টারে? না কি বাংলাদেশের বি ডি আর এর হাতে? না কি নো ম্যানস ল্যান্ডের কোথাও?

এলাকার মানুষ কিংকর্তব্যবিমূঢ়। আতঙ্কিত! প্রতিবেশী যুবক ও তার নাবালক দুই ছেলেকে পুলিশ নিয়ে গেছে বাংলাদেশি বলে। মাসাধিককাল কেটে গেলেও মানুষ তাদের জন্য চোখের জল ফেলছে। কিন্তু কেউ কোনো উচ্চবাচ্য করছে না। খুব অদ্ভুত! প্রতিবেদক একাধিক শিক্ষিত

৪র্থ পৃষ্ঠায়...

ডিলিট ও বিচারাধীন ভোটারদের সরকারি পরিষেবা ও বেআইনি পুশব্যাক বন্ধের দাবিতে SUCI(C)-র ডেপুটেশন

নিজস্ব সংবাদদাতা ❑ বহরমপুর — ট্রাইবুনালে আবেদনকারী ডিলিট ভোটারদের দ্রুত শুনানি করে বৈধ ভোটারদের তালিকাভুক্তি, 'বিচারাধীন' ভোটারদের জেলায় শুনানি করে তালিকায় অন্তর্ভুক্তি, নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত সকল নাগরিককে অন্নপূর্ণা যোজন, আবাস যোজনা সহ সকল পরিষেবা প্রদান এবং অবৈধ পুশব্যাক বন্ধের দাবিতে ৯ সেপ্টেম্বর বহরমপুর প্রশাসনিক ভবনে ডেপুটেশন দিল এস ইউ সি আই (সি)। জেলা শাসকের পক্ষে ডেপুটেশন গ্রহণ করেন সিনিয়র ডেপুটি কালেক্টর বিশ্বজিত ডাং। দলের প্রতিনিধিরা বলেন, জেলার বেশিরভাগ বাতিল বৈধ ভোটার নিজেদের ভোটাধিকার ফিরে পাওয়ার জন্য ট্রাইবুনালে আপিল আবেদন জানিয়েছেন। আবার, আমাদের জেলায় কয়েক হাজার ভোটার 'বিচারাধীন' রয়েছেন, যাদের ট্রাইবুনালে আপিলের সুযোগও নেই। এই সমস্ত বাতিল ও 'বিচারাধীন' বৈধ ভোটাররা শুধু যে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছেন তাই নয়, নাগরিক অধিকার থেকেও তারা বঞ্চিত হচ্ছেন। উদাহরণ হিসেবে তারা বলেন, এই জেলার জলঙ্গি ব্লকের 'বিচারাধীন' ভোটারের সংখ্যা ২৪০৮ জন। যারা অন্নপূর্ণা যোজনার সুযোগ পাচ্ছে না। এমনকি পাসপোর্ট পাওয়া, জমি বিক্রির ক্ষেত্রেও ভোটার তালিকায় তাদের অবস্থান বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। আবার সুতি -২ ব্লকে আবাস যোজনার প্রথম কিস্তির টাকা যারা পেয়েছিলেন, তাদের সকলের ভোটার তালিকায় নাম ছিল। পরে যাদের নাম ডিলিট হয়েছে,তারা ট্রাইবুনালে আপিল করলেও দ্বিতীয় কিস্তির টাকা তাদের দেওয়া হচ্ছে না। বিডিও-কে এই সম্পর্কিত লিখিত সরকারি নির্দেশ দেখাতে বললেও, তিনি তা দেখাচ্ছেন না। বাতিল ভোটারদের আপিল ট্রাইবুনালের কাজ যে আশানুরূপভাবে এগোচ্ছে না তা সরকারি আধিকারিক স্বীকার করেন এবং নির্দিষ্ট বিষয়গুলিতে পদক্ষেপের আশ্বাস দেন। প্রতিনিধিরা জানান, জেলার সীমান্তবর্তী এলাকায় বাংলাদেশি সন্দেহে যাদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে, তাদের আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়ে 'পুশব্যাক' করা হচ্ছে। নিয়ম অনুযায়ী যথাযথ আইনি ও বিচার প্রক্রিয়া তাদের ক্ষেত্রে মানা হচ্ছে না। এস ইউ সি আই (সি) দলের মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটির পক্ষ থেকে ডেপুটেশনে উপস্থিত ছিলেন কৌশিক চ্যাটার্জী, সাবির আলি ও দিলীপ দাস।

সম্পাদকীয়

কোলাপস করেছে শিক্ষার পরিকাঠামো, টিকে আছে কঙ্কালসার কাঠামোটুকু

দিল্লি ও তার লাগোয়া উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি, দেশের শিক্ষা জগতের ক্ষেত্রে অন্যতম উৎকর্ষ কেন্দ্র, নিঃসন্দেহে একথা বলা যায়। অনেক খ্যাতনামা বিশ্ববিদ্যালয়, স্কুল-কলেজ, মেডিকেল ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ যেমন আছে এখানে, তেমনই বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, শিল্প-কলা, সংগীত, নাট্য একাডেমী ও গবেষণা কেন্দ্রের অসংখ্য বিভাগ ও শাখা, নানা প্রান্তে ছড়িয়ে আছে বৃহত্তর দিল্লি মহানগরে, আরও আছে বেসরকারি ও প্রাইভেট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান-সংখ্যায় তারা বিপুল। দিল্লির শিক্ষায়তনগুলিতে দেশের সকল রাজ্য এমনকি বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে লক্ষ লক্ষ পড়ুয়া আসেন, শিক্ষাগ্রহণের উদ্দেশ্যে। আশ্চর্য্যের বিষয় হল, দিল্লির বাইরে, বহিরাগত ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য প্রয়োজনীয় হোস্টেলের ব্যবস্থা নেই কোন শিক্ষায়তনে। এই শোচনীয় পরিস্থিতি চলে আসছে দীর্ঘ বছর ধরে। যা আছে তা এতটাই অপ্রতুল, শতকরা হিসাবেই আসে না। একটি পরিসংখ্যানে ধারণা স্বচ্ছ হতে পারে। ২০২৪-২০২৫ শিক্ষাবর্ষে শুধুমাত্র দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে নথিভুক্ত পড়ুয়ার সংখ্যা ছিল ২ লক্ষ ৪৫ হাজার, সেখানে হোস্টেলের সংখ্যা সাকুল্যে ১৮ টি। ১০ হাজার ছাত্রের ঠাঁই মেলে না সেথায়। এতে অনুমান করা যায় হোস্টেলে স্থান না পাওয়ার শিক্ষার্থী সংখ্যা কত? এর ফলে ব্যক্তি মালিকানার অধীনে থাকা কয়েক সহস্র গৃহস্থবাড়িকে মেসবাড়ি বানিয়ে বে-আইনিভাবে কোটি কোটি টাকার ব্যবসা চলছে রমরমিয়ে। ওই বাড়িগুলি অধিকাংশ বে-আইনি পথে নির্মিত। ইচ্ছামতো পার্টিশন দেওয়াল তোলা হয়, একের পর এক অনুমোদনহীন তলা ওঠে, ঘরের সংখ্যা বাড়ে, শয্যা পিছু ভাড়া দেওয়ার ব্যবস্থা সেখানে। এক একটি ঘরে ৩-৪ জন পড়ুয়া বাস করে। অধিকাংশ মেসবাড়ি ঘিঞ্জি গলিতে, শৌচালয়ের ব্যবস্থা শোচনীয়, সংকীর্ণ সিঁড়িপথ, প্রবল জল সংকট চলে, বছরের অধিকাংশ সময়। থাকতে হয় পেইং গেস্ট হিসেবে। শয্যা পিছু ভাড়া ১৪ থেকে ১৮ হাজার অবধি। কোন কোন ক্ষেত্রে আরও বেশি। একটি শয্যা পেতে গেলে মুচলেকা দিতে হয়। গৃহ মালিকের সাথে লিখিত চুক্তি বাধ্যতামূলক। এগুলি ব্যক্তি মালিকানাধীন গৃহস্থ বাড়ি বলে, দিল্লি সরকারের ঘোষণানুযায়ী বিদ্যুতের বিল মেটাতে হয় না - মালিককে, কিন্তু ছাত্রছাত্রীদের কাছে গুনে গুনে আদায় করা হয় বিদ্যুৎ খরচের বিল। আগাম দু মাসের ভাড়া গচ্ছিত না রেখে কোন পড়ুয়ার শয্যা পাওয়ার উপায় নেই। না আছে চিকিৎসার ব্যবস্থা, না আছে ফার্স এইড ও অগ্নিনির্বাপক সরঞ্জাম। অধিকাংশ মেসবাড়ী জীর্ণ ও ভঙ্গুর দশাগ্রস্থ, বাড়ির মালিক ওখানে বাস করেন না। এর থেকে আয় হয় বছরে সহস্র কোটি টাকার অধিক। হিস্যা যায় থানায়, স্থানীয় কাউন্সিলরের পকেটে, নেতা-মন্ত্রী দালালের ঠিকানায়। এক অংশ পায় পৌরসভা। এইভাবে চক্র চলে।

হোস্টেল না পাওয়া ছাত্র-পড়ুয়ারা কোথায়, কেমনভাবে থাকে, পরিবেশ কেমন, কি কি অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় তাদের, এলাকার ও পড়াশোনার পরিবেশ কেমন, কি রকম গৃহ ও আবাসে তারা বাস করে, কি খায় - সরকার, প্রশাসন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, কর্তৃপক্ষ, পৌরসভা কোন খোঁজ রাখে না। এসবের প্রতি কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই। ভগ্নবাড়ি একদিন ধ্বসে পড়ে, বিদ্যুৎ ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে অথবা আগুন লাগে কোনদিন, মৃত্যু হয় নিরপরাধ পড়ুয়ার, স্বপ্নের সলিল সমাধি ঘটে - তবু পরিস্থিতির বদল হয় না। বদল করেনি বিজেপি-কংগ্রেস সহ কোন শাসকদল। কলকাতা,চেন্নাই, ব্যাঙ্গালুরু, মুম্বাই ইত্যাদি বড়ো কিম্বা মাঝারি শহরের অবস্থা ভিন্ন কিছু নয়।

দক্ষিণ দিল্লির চাণক্যপুরীর কাছে মোতিবাগ এলাকায় পড়ুয়াদের মেসবাড়ী গুলি আতঙ্কের আঁতুরঘর। আতঙ্কের নাম এখন সত্য নিকেতনের হোস্টেল ডেজ ও আশে পাশের মেস বাড়ি। ৬ সেপ্টেম্বর ৫ তলা মেসবাড়ী 'হোস্টেল ডেজ' কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে ধুলোয় মিশে যায়, সামান্য বৃষ্টিতে অকস্মাৎ কোলাপস করে সমগ্র আবাস। পড়ুয়াদের মাথায় ভেঙে পড়ে ভঙ্গুর ছাদসহ নির্মাণ সামগ্রী। নিমেষে প্রাণ হারান ৭ জন পড়ুয়া, আহত ১২ জন (বস্তুতপক্ষে সংখ্যাটা ৪০ এর অধিক)। জানা যায় দ্বিতল পর্যন্ত নক্সার অনুমোদন ছিল, উপরে তিনটি তলা বে-আইনি নির্মাণ।

দিল্লিতে ডবল নয়, ট্রিপল ইঞ্জিন সরকার। কেন্দ্র, রাজ্য ও পৌরসভা সর্বত্র বিজেপিময়। তা সত্ত্বেও শত শত বে-আইনি ছাত্রাবাস গড়ে উঠছে যত্রতত্র ব্যাঙের ছাতার মতো। প্রধানমন্ত্রী মোদি, দিল্লি মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্ত - মিউনিসিপাল কর্পোরেশন অফ দিল্লির (এম সি ডি) কমিশনার বহু বিতর্কিত আই এ এস অফিসার সঞ্জীব খিরওয়ারকে বলির পাঁঠা বানিয়ে উদ্ধার পেতে চাইছেন - সেই মতো 'চোরের মায়ের বড় গলার' মতো বিজেপি রাস্তায় নেমেছে।

'অ্যাক্সিডেন্টাল ডেথ এণ্ড সুইসাইডস ইন ইন্ডিয়া' (এ ডি এস ডি আই), ২০২০-২০২৪, অর্থাৎ বিগত চার বছরের বিল্ডিং কোলাপসের কারণে মৃত্যুর তালিকা প্রকাশ করে। যেখানে আত্মহত্যা, বাঁধ ধ্বংস, রেল ও ওভারব্রিজ কোলাপসে মৃত্যুর ঘটনার উল্লেখ করা হয়নি। রিপোর্টে দেখা যায়, মোদি জামানায় ২০২০-২৪ এর মধ্যে সারা দেশে বিল্ডিং ধ্বসে মৃত্যু হয় ৭৮৭৪ জনের - তার মধ্যে ছাত্রাবাস বা মেসবাড়ীর সংখ্যাই বেশি। ওই একই সময়ে দিল্লিতে বাড়ী ভেঙে মৃত্যু হয়েছে ১৬৯ জনের। 'এ ডি এস ডি আই' ২০২৫ সালে ১৫টি রাজ্যে সমীক্ষা করে পুনরায় এক রিপোর্ট প্রকাশ করে। আশ্চর্যের বিষয় হলো, দেখা যায় তার মধ্যে মৃত্যু নিরিখে শীর্ষে অবস্থানকারী প্রথম ৫টি রাজ্যই বিজেপি অর্থাৎ ডবল ইঞ্জিন সরকার শাসিত। দিল্লিকে ধরলে জনসংখ্যানুপাতে সংখ্যাটা ৬ এ এসে দাঁড়ায়। ২০২৫ এ দিল্লির বিভিন্ন অংশে ৩৪টি দুর্ঘটনা ঘটে, সবই বিল্ডিং কোলাপসের ঘটনা। মৃতের সংখ্যা ৯০। আহত শতাধিক।

২০২৪ সালে 'এ ডি এস ডি আই' রিপোর্টে উল্লেখ আছে, ওই এক বছরে, উত্তরপ্রদেশে ২২৩ জন, মহারাষ্ট্রে ২২০, মধ্যপ্রদেশে ১৭৪, রাজস্থানে ১৩১, গুজরাটে ১১৫, ঝাড়খণ্ডের ৯২, কর্ণাটকে ৬৯, কেরলে ৬২, দিল্লিতে ৪২, হরিয়ানায় ৫৮, তামিলনাড়ুতে ৫৭, বিহারে ৫০ জন সহ অন্যান্য রাজ্য নিয়ে বিপুল সংখ্যক মানুষ অকালে জীবন হারিয়েছেন বিল্ডিং ধ্বসের কারণে। দেখা যাচ্ছে, সরকার তথা রাষ্ট্র, পৌরসভা, প্রশাসনের কোন স্তরে দায়বদ্ধতা নেই। কারো কোনো দায়িত্ব নেই। ছাত্র-হোস্টেল নির্মাণের কোন পৃথক বাজেট হয় না এখানে। প্রতি বছর এত অকাল মৃত্যুর জন্য কে দায়ী? নিশ্চয়ই রাষ্ট্র তথা সরকার। প্রধানমন্ত্রী মোদী এসব মানেন না। তিনি তার ক্ষমতার ২৫ বছর পূর্তি উদযাপন করছেন - নিকৃষ্ট রুচি ও সংস্কৃতি - এ যদি না হয় তা হলে সেটা কাকে বলে?

'৮০ দশক থেকেই সত্যনিকেতন এলাকার গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য বাড়তে শুরু করে। ১৯৭৩ এ দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন ও বৃহৎ ক্যাম্পাস চালু হয় ওই এলাকায়। গড়ে ওঠে বহুবিধ কলেজ। প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে হোস্টেল সংকট। ফলে মেসবাড়ী ভাড়া দেওয়া বৃহৎ মুনাফা শিল্পে পরিণত হয় তিল তিল করে। ইতিমধ্যে কয়েক হাজার পড়ুয়ার জীবন অকালে নিঃশেষ হয়েছে। কিন্তু কংগ্রেস, বিজেপি, জনতা দল সহ কোন পার্লামেন্টারি পার্টিগুলির টনক নড়ে না। হেলদোল নেই রাজ্যের শাসক দলগুলিরও। এ অবস্থা চলতে পারে না। জেন জি প্রতিবাদে নেমেছে।

আসলে দিল্লির ছাত্রাবাস বা মেসবাড়ী শুধু কোলাপস করেনি, বস্তুতপক্ষে কোলাপস করেছে শিক্ষার পরিকাঠামো - টিকে আছে কেবল কঙ্কালসার কাঠামোটুকু।

ব্রিটিশের দোসররা নেতাজি সুভাষকে সইতে পারে না

সুপ্রকাশ চন্দ্র ❑ "তুমি তো আমাদের মত সোজা মানুষ নও — তুমি দেশের জন্য সমস্ত দিয়াছ, তাই ত দেশের খেয়াতরী তোমাকে বহিতে পারে না, সাঁতার দিয়া তোমাকে পদ্মা পার হইতে হয়, তাই ত দেশের রাজপথ তোমার কাছে রুদ্ধ, দুর্গম পাহাড় পর্বত তোমাকে ডিঙাইয়া চলিতে হয়; কোন বিস্মৃত অতীতে তোমারই জন্য ত প্রথম শৃঙ্খল রচিত হইয়াছিল, কারাগার ত শুধু তোমাকে মনে করিয়াই প্রথম নির্মিত হইয়াছিল, সেই ত তোমার গৌরব!...মুক্তিপথের অগ্রদূত! পরাধীন দেশের হে রাজবিদ্রোহী! তোমাকে শতকোটি নমস্কার!"

উপরে উদ্ধৃত উক্তিগুলি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সুবিখ্যাত পথের দাবী উপন্যাস থেকে গৃহীত। বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথাকার শরৎচন্দ্র কাকে শতকোটি নমস্কার জানিয়েছেন? পরাধীন দেশের কোন 'রাজবিদ্রোহী'কে 'মুক্তিপথের অগ্রদূত' হিসেবে অভিহিত করেছেন? উপন্যাসটির কেন্দ্রীয় চরিত্র সব্যসাচী আসলে নেতাজি সুভাষচন্দ্রেরই প্রতিরূপ। যেমন তীক্ষ্ণ মেধাবী তেমনি প্রবল হৃদয়াবেগ। গভীর স্বদেশপ্রীতি। স্বদেশের স্বাধীনতাই যাঁর কাছে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতিটি পদক্ষেপই আন্তরিক এবং সুচিন্তিত। প্রশ্নাতীত সততা, আপসহীন ব্রিটিশ বিরোধিতা, অনমনীয় দৃঢ়তা, ঘরে-বাইরে তীব্র লড়াই, অন্তর্দলীয় বিশ্বাসঘাতকতা, সশস্ত্র লড়াইয়ের সংকল্প নিয়ে দেশত্যাগ, চরম বিপদেও অবিচলতা -- সব মিলিয়ে সুভাষ-চরিত্রকেই সব্যসাচী রূপে সযত্নে নির্মাণ করেছেন সুদক্ষ কথাকার।

'কারাগার ত শুধু তোমাকে মনে করিয়াই প্রথম নির্মিত হইয়াছিল।' — কথাটির তাৎপর্য কোথায়? সুভাষচন্দ্রকে ১৯২১ সালের ১০ ডিসেম্বর থেকে ১৯৪০ সালের ৫ ডিসেম্বরের মধ্যে অর্থাৎ ২০ বছরে অন্তত আটবার কারাবন্দি, দুবার গৃহবন্দী করা হয় এবং একবার বছর তিনেকের জন্য (১৯৩৩ - ১৯৩৬) নির্বাসনে পাঠানো হয় ইউরোপে। সব মিলিয়ে তাঁকে কমবেশি সাত বছর বন্দীদশায় কাটাতে হয়।

সুভাষ কেন্দ্রিক অনন্য উপন্যাস সব্যসাচী ধারাবাহিকভাবে বঙ্গবাণী পত্রিকায় প্রকাশিত হতে শুরু করে ১৩২৯ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাস থেকে। সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গীয় পাঠকসমাজ আলোড়িত, অভিভূত ও সচকিত হয়ে ওঠে। কোন কোন বিশিষ্টজনসহ সচেতন পাঠকেরা এই আশঙ্কাও প্রকাশ করেন যে, পথের দাবী গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হলে রাজরোষে পড়ার সমূহ সম্ভাবনা। সেই আশঙ্কা সত্য হল প্রমাণিত হয়েছিল। ১৯২৬ সালের ৩১ আগস্ট গ্রন্থটি প্রকাশের কয়েক মাসের মধ্যেই ব্রিটিশ সরকার সেটি বাজেয়াপ্ত করে। অভিযোগ ছিল, ওই গ্রন্থটি পাঠকদের মধ্যে রাজদ্রোহের প্ররোচনা দিতে পারে — যা কিনা ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪/এ ধারায় দণ্ডনীয় অপরাধ। পুরো একযুগ অর্থাৎ বারো বছর ধরে সেই নিষেধাজ্ঞা বলবৎ ছিল।

প্রসঙ্গত, শরৎচন্দ্রের সাথে সুভাষচন্দ্রের এক নিবিড় আত্মিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। সুভাষচন্দ্রের ভাষায়, 'শরৎচন্দ্র শুধু সাহিত্যিক ছিলেন না, রাজনীতির ক্ষেত্রেও তার দান ছিল এবং সেই সুবাদেই ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে শরৎচন্দ্রের সহিত আমার প্রথম পরিচয় ঘটিয়াছিল।' বস্তুত দেশবন্ধুর মাধ্যমেই সাহিত্য ও স্বাধীনতা ক্ষেত্রের এই দুই মহারথীর প্রাথমিক পরিচয় ঘটে — যা পরবর্তীকালে আজীবনের অন্তরঙ্গতায় পরিণত হয়। দুজনে মিলে অবিভক্ত বাংলার নানা স্থানে অজস্র সভাসমিতিতে অংশগ্রহণ করেছেন। শরৎচন্দ্রের প্রয়াণ সংবাদ শুনে শোকাহত সুভাষচন্দ্র এক শোকবার্তায় লেখেন, 'আমার শোক আরো তীব্র এই কারণে যে, তাঁহার সহিত আমার গভীর সৌহার্দ্যের সৌভাগ্য হইয়াছিল। তাঁহার অকালমৃত্যুতে আমি যে ব্যক্তিগত ক্ষতির সম্মুখীন হইলাম তাহা চিরদিনের মতো অপূরণীয় হইয়া থাকিবে।'

আসলে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকার আপসহীন যোদ্ধা সুভাষচন্দ্রকে যেমন সইতে পারেনি, তেমনি পথের দাবী উপন্যাসে তাঁর সুদৃঢ় নিষ্কলুষ বিপ্লবী চরিত্রের ছায়াকেও ভয় পেয়েছিল। উজ্জ্বল মেধাবী অকুতোভয় প্রত্যুৎপন্নমতি সব্যসাচীর সুবিন্যস্ত কর্মধারার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তরুণ সমাজ যদি উপন্যাসের পাতা ছেড়ে রক্তমাংসের নেতাজির কাছে পৌঁছে যায় — এই আশঙ্কায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিল ব্রিটিশ রাজশক্তি। সেই আতঙ্কের ভাগীদার ছিল হিন্দু মহাসভাও। নেতাজি যখন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় আজাদ হিন্দ বাহিনীর শক্তি বৃদ্ধিতে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছেন, সেই সময় হিন্দুত্ববাদের প্রথম প্রবক্তা তথা হিন্দু মহাসভার প্রধান নেতা — বার চারেক মুচলেকা দিয়ে কারামুক্ত হওয়া 'বীর' সাভারকার হিন্দু যুবকদের ব্রিটিশ বাহিনীতে যোগ দেওয়ানোর জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন। ব্রিটিশরা যেমন জ্যান্ত নেতাজিকে যমের মতো ভয় পেত, সাভারকরের বর্তমান উত্তরসূরিরা তেমনি আজও নেতাজির নামে ভূত দেখেন। তাই শাসনদন্ড হাতে নিয়েই নেতাজির ভাবমূর্তিকে ভেঙে ফেলার উৎকট উদগ্র অপপ্রয়াস। নেতাজির বিরুদ্ধে এত আক্রোশ ও বিষোদ্গারের প্রধানতম কারণটি হল, তিনি ছিলেন ঘৃণা-বিদ্বেষ ও ধর্মীয় বিভাজনের বিরুদ্ধে মূর্ত প্রতিবাদ।

সাম্রাজ্যবাদী শাসকেরা তাদের অর্থনৈতিক শোষণকে আড়াল করার জন্য ধর্মীয় বিভাজনে ইন্ধন যুগিয়েছিলেন। স্বাধীন দেশের সরকারগুলিও লাগামছাড়া কর্পোরেট শোষণকে আড়াল করার জন্য একই কাজ করছে। ধর্মীয় বিভাজনকে গ্রহণযোগ্য করার অভিসন্ধিতে খোলাখুলি বিদ্বেষের চাষাবাদ করছে। এই চাষাবাদকে ফলপ্রসূ করার বদবাসনায় একাধারে প্রকৃত ইতিহাসের অস্বীকৃতি এবং ইতিহাসের বিকৃতি ঘটাচ্ছে। এই অশুভ উদ্দেশ্যেই প্রায় ৩৩০ বছরের মোগল যুগকে ইতিহাসের পাতা থেকে মুছে দিতে চাইছে। কর্পোরেট বান্ধব এই শাসকদের নতুন লব্জ হল 'রাষ্ট্রবাদ'! রাষ্ট্রবাদ মানে কি যাবতীয় অপছন্দের ঐতিহাসিক ঘটনাবলী ও ব্যক্তিবর্গকে রাষ্ট্রীয় জীবন থেকে বাদ দেওয়া? সেই একই কারণেই কি ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের কিংবদন্তি নায়ক সুভাষচন্দ্রকেও কালিমালিপ্ত করতে হবে!

জাতিবিদ্বেষী ঘৃণাপ্রেমী সংঘীদের স্বঘোষিত পারিবারিক পণ্ডিতদের অসূয়াপ্রসূত মোগল দর্শনের বিপরীতে নেতাজি সুভাষচন্দ্রর বক্তব্য শুনুন। ১৯৪৪ সালে টোকিওর ইম্পিরিয়াল ইউনিভার্সিটিতে 'ভারতের মৌলিক সমস্যাবলী' শীর্ষক এক ভাষণ প্রসঙ্গে তিনি বলেন-- 'অশোকের হাজার বছর পরে গুপ্ত সম্রাটদের আমলে ভারতবর্ষ আবার প্রগতির শীর্ষে আরোহণ করিয়াছিল। আরো নয় শত বছর পরে মোগল সম্রাটদের রাজত্বকালে ভারতবর্ষ পুনরায় এক গৌরবময় যুগে উপনীত হয়।... ব্রিটিশশক্তি তাহাদের শাসনকালে ভারতীয়দের বিভক্ত করিবার এবং তাহাদের দুর্বল, অস্ত্রহীন ও কাপুরুষ করিয়া তুলিবার সর্বৈব প্রচেষ্টা চালায়।' (সুভাষ রচনাবলী, ষষ্ঠ খন্ড, জয়শ্রী প্রকাশন, পৃষ্ঠা ২৪২-২৪৩)

এই সর্বৈব প্রচেষ্টায় সর্বোতভাবে সহযোগিতা করেছিল যে-সংগঠনটি, তার নাম হিন্দু মহাসভা অর্থাৎ বর্তমান বিজেপির পূর্বসূরী।

মধ্যবঙ্গে প্লাবনের ভ্রূকুটি

শ্যামল দাস

আর মাত্র কয়েকটা দিন। ২০ সেপেম্বর পূর্ণ হবে ২০০০ সালের মধ্যবঙ্গের বন্যার পঁচিশ বছর। স্মরণকালের মধ্যে যা ছিল এই বঙ্গে সব থেকে বড় বন্যা ও প্লাবন । পন্ডিতেরা দেখেছেন ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই একশো আট বছরে মধ্য বঙ্গের ভগবানগোলা থানার কালুখালির খালের উৎসমুখে ললিতাকুড়ির (পূর্বতন নাম) বাঁধ ভেঙ্গে অন্তত ৩৫ বার বন্যা হয়েছে। আর তার পরের একশো বছরে ওই একই জায়গা ভেঙ্গে বন্যা হয়েছে অন্তত ২৫ বার । ২০০০ সালের বন্যা যে সময় হয়, সে সময় মুর্শিদাবাদ জেলার বাংলা গেজেটিয়ার তৈরী হচ্ছে। উদযাপিত হচ্ছে মুর্শিদাবাদের ৩০০ বছর। বন্যার দিনগুলিতে মুর্শিদাবাদ সহ পড়শী জেলাগুলির অধিকাংশ স্থান যখন বন্যার জলে ভাসছে, এই প্রতিবেদক তখন সম্পর্কের সুবাদে প্রশাসনিক কর্তাদের সঙ্গী হয়ে জেলার বন্যাকে সরজমিনে দেখছেন, আর বন্যার অতীত ইতিহাসের পাতা উল্টাচ্ছেন। ঘটনার যোগাযোগ এমনিই যে একই সময়ে 'ল্যাঙ্কাস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোলের বিশ্বখ্যাত অধ্যাপক গ্রাহাম চ্যাপম্যান মুর্শিদাবাদে এসে কালুখালির বন্যায় বেশ কয়েকদিনের জন্য আটকে থেকেছেন, বহরমপুরের এক নামকরা হোটেলে। দুহাজার সালের সেপ্টেম্বর মাসের শেষের দশদিন ৮,২০০ কিলোমিটার বা ৫,১০০ মাইল দূরত্বের এক ভূগোল বিশারদ তাঁর শিক্ষিত পন্ডিতের চোখে কালুখালির অকুস্থল থেকে মাত্র ২৫ কিলোমিটার মতো দূরে বসে বন্যার কারণ যখন অনুসন্ধান করছেন, একই সময়ে এই প্রতিবেদক প্রত্যক্ষ করছেন বন্যার ভয়াবহতা, আর অনুসন্ধান করে চলেছেন বন্যার কারণ ও অতীত ইতিহাস। বন্যা শেষে বহরমপুর শহর থেকে জল নামলে চ্যাপম্যান সাহেব কর্মক্ষেত্রে উড়ে যান । এই প্রতিবেদকের একটি পুস্তিকা স্বল্প দিনের মধ্যেই পৌঁছে যায় প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার মাইল দূরের ভূগোল বিশারদ অধ্যাপক গ্রাহাম চ্যাপম্যানের হাতে । অচিরেই তিনি যোগাযোগ করেন বাংলার প্রখ্যাত নদী বিজ্ঞানী অধ্যাপক কল্যাণ রুদ্রর মাধ্যমে এই প্রতিবেদকের সঙ্গে। আবার উড়ে এলেন বহরমপুরে। এই প্রতিবেদকের সঙ্গে সরজমিন অনুসন্ধান করলেন জলঙ্গি নদীর শেষ সীমা পর্য্যন্ত । মৃত্যুর আগে অধ্যাপক চ্যাপম্যান ২০১৪ তে প্রকাশ করে গিয়েছেন South Asian Development জার্নালে তাঁর গবেষণা পত্র "Water as Foe–Water as Friend- Lessons from Bengal's Millennium Flood". শুধু গ্রাহাম চ্যাপম্যানের এই গবেষনা নয়, ১৮৭৬ সালে ডবলিউ ডবলিউ হান্টার তাঁর 'স্ট্যাটিসটিক্যাল একাউন্টস অব বেঙ্গল' বইয়েতে লেখেন 'Unfortunately– a breach of the embankment occured again this year. As in 1871– the bridge at Kalukhali has been destroyed" কোনো সরকারই তার গুরুত্ব না দিয়ে কালুখালিতে ভাঙনের পর ব্রীজের কথা না ভেবে, ভাঙন বন্ধ করে তার ওপর দিয়ে বার বার রাজ্য সড়ক বানিয়ে প্রকৃতির রোষ থেকে রেহাই পাননি। নিয়ম করে বিশ পঁচিশ বছর অন্তর প্রকৃতি তার বুঁজে যাওয়া অববাহিকা খুঁজে নিয়েছে - এসেছে প্লাবন।

সরকার গবেষকদের প্রস্তাব উড়িয়ে দিয়ে অনেক বেশী টাকা খরচ করে জমি অধিগ্রহণ করে ভাঙনের ওপর সেতু না করে বা হিউম পাইপ না বসিয়ে কালুখালিতে সলিড রাস্তা বানিয়েছেন ।

শুধুকি বন্যা নিয়ন্ত্রন? অতীতে জেলার সদর শহর বহরমপুর ও যেন ভাগীরথীর জলে ডুবে না যায় তারও ব্যবস্থা করা হয়েছিল বিজ্ঞান সম্মত ভাবেই।

১৭৪২ খ্রীস্টাব্দে তৈরী হয়েছিল কলকাতার প্ল্যান। আর ১৭৬৭ খ্রীস্টাব্দে বহরমপুর প্ল্যান।

কলকাতা গঠনের সময় সেখানে ছিল অনেকগুলি ভূ-নিম্নস্থ পয়ঃপ্রণালী। ছিল অনেকগুলি রিজার্ভার। কলকাতার জলনিকাশীতে বা হঠাৎ করে জলের প্রয়োজনে তাই তৎকালে কাউকে ভুগতে হয়নি। বহুদিন অব্যবহারে কলকাতার পরবর্তী পরিচালকেরা হারিয়ে ফেলেছিলেন ঐ নকশার যোগসূত্র। তাই একালে চিত্তরঞ্জন এভ্যেনিউয়ের উপর মহম্মদ আলী পার্কের নিচে বিশাল রিজার্ভার দেখে চমকে উঠেছেন পুর প্রযুক্তিবিদেরা । কলকাতার পর পরই পরিকল্পিত ভাবে গড়ে তোলা দ্বিতীয় শহর বহরমপুরের প্ল্যানেও দেখা যায় ভূনিম্নস্থ পয়ঃপ্রণালী ও গভীর কূপের অবস্থিতি । বহরমপুর ক্যান্টনমেন্টে আছে পাঁচটি কূপ। তৈরী হয়েছিল সেই ১৭৬৭ খ্রীস্টাব্দে ব্যারাক স্কোয়ার নির্মাণের সময় । যার পরিধি ৮ ফুট ৬ ইঞ্চি থেকে ১০ ফুট এবং গভীরতা ২৭ ফুট। ব্যরাক স্কোয়ারে আছে ৪ ফুট চওড়া, ১২, ৪৫৪ রানিং ফুট খোলা পয়ঃপ্রণালী। ক্যান্টমেন্ট এলাকায় ভূনিম্নে আছে ৪ ফুট চওড়া পোড়া ইঁটের গাঁথনি যুক্ত, আর্চছাদ যুক্ত ২,৩৫৯ রানিং ফুটের ভূনিম্নস্থ পয়ঃপ্রণালী, যা গিয়ে মিলেছে লালদিঘীতে। খাগড়া ও বহরমপুরের দুটি স্লুইস গেট ও মুড়ি দিয়ে এই বিলগুলি যুক্ত ছিল ভাগীরথীর সঙ্গে। ভান্ডারদহের সঙ্গে ভাগীরথী অনেকগুলি স্লুইস গেট দিয়ে যুক্ত ছিল। খাগড়া ও বহরমপুরের স্লুইস গেট যেমন ছিল ভাগীরথীর সঙ্গে বিষ্ণুপুর বিলে সংযুক্ত, তেমনি ছিল খড়িয়া ঘাট, গোরাবাজার ও কৃষ্ণমাটিতেও স্লুইস গেট, ভাগীরথীর সঙ্গে সংযুক্ত । চাঁদ ও বোয়ালিয়া বিলের সঙ্গে ও ভাগীরথীর সংযুক্তি ছিল । ললিতাকুডির বাঁধানো পাড় থেকে পাঁচমাইল দূর থেকে শুরু হওয়া বিস্তৃত গোবরানালার প্রায় সর্বত্রই ছিল এই ব্যবস্থা। ভাগীরথীর শাখানদী গোবরানালা ও ভান্ডারদহ নিয়ে ছিল ব্যাপক পরিকল্পনা। ওই শাখা নদীর উৎস থেকে শেষ পর্যন্ত ৫০ মাইল ব্যাপী অববাহিকায় বিভিন্ন বিলের সঙ্গে ভাগীরথীর সংযুক্তিকরণ নিয়ে নানা স্থানে স্লুইস গেট বসিয়ে যেমন এলাকার গ্রাম ও শহরের ব্যবহারের জল মিলতো। বিলে জল বাড়তি হলে, তা স্লুইস গেট দিয়ে বার করে দেওয়া হতো ভাগীরথীতে, তেমনি ভাগীরথীর জলস্ফীতি হলে ওই নালা বা মুড়িগুলি দিয়ে বিলগুলির মাধ্যমে তা পাঠিয়ে দেওয়া হতো জলঙ্গি নদীতে । জেলার সদর শহর বহরমপুরের কেন্দ্রস্থল ক্যান্টনমেন্ট এলাকাকে বদ্ধ জল মুক্ত রাখতে ওই এলাকায় গড়ে উঠেছিল সুন্দর ড্রেনেজ সিস্টেম, পয়ঃপ্রণালী ও জলনিকাশী ব্যবস্থা।

পরবর্তী অংশ আগামী সংখ্যায়...

পীরতলা হল্ট স্টেশন ও সওদাগর সরকার

আমিনুল ইসলাম

পূর্ব প্রকাশের পর...

সময়টা হবে ১৯৫৫ সাল। পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার লালগোলা শিয়ালদহ সেকশন পরিদর্শনে আসেন। পীরতলাতে দাঁড়ানোর জন্য তাঁর নিকট আবেদন করা হয়। তিনি রাজি হন। ওই সময় ট্রেন আষাড়িয়াদহ ঘাট পর্যন্ত চলত। এখন তার অস্তিত্ব আর নেই। জেনারেল ম্যানেজার দাঁড়িয়েছিলেন। তাকে একটি মেমোরেণ্ডাম দেওয়া হয়। ঐদিন এলাকার বিখ্যাত মিষ্টি আলু দিয়েছিলাম। জেনারেল ম্যানেজার এম এন খান অবশ্যই তেমন কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি। যদিও তাঁর আপ্যায়নে আমরা কোন খামতি রাখিনি। এখানে একটি ঘটার কথা উল্লেখ করা ভীষণ জরুরি । জেনারেল ম্যানেজার আসবেন। তার জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে। টাকা দরকার। কোথায় পাবো সেই টাকা খুব দুশ্চিন্তায় ছিলাম। কোনভাবেই টাকার সংস্থান হচ্ছে না দেখে আমার মনে এক মতলব আসে। সেই মোতাবেক কাজ করে ফেলি। আমার বড় দাদা সুলতান সরকারের বেশ কিছু টাকা ছিল। তা আলমারিতে রাখত। চাবি রাখতো নিজের কাছে। রাতে ঘুমোনোর সময় রাখতো বালিশের নিচে। মনে মনে ঠিক করলাম দাদার আলমারি থেকে টাকা চুরি করতে হবে। এই মতলবে দাদার সঙ্গে রাতে এক বিছানায় ঘুমিয়েছি। আমার তো ঘুম আসছে না। অনেক রাত হয়েছে। দাদা গভীর নিদ্রায় মগ্ন। আমি চুপ করে বিছানা থেকে উঠে বালিশের নিচের থেকে চুপিসারে চাবি নিয়ে আলমারি খুলে কিছু টাকা সরিয়ে রাখি। দাদা কয়েকদিন পর আলমারি খুলে টাকার হিসেব করতে গিয়ে দেখেন টাকা কম। তখন ভীষণ রেগে যান। আমাকে সঠিকভাবেই সন্দেহ করেন। রাগবশত বেশ কিছু টাকার নোট ছিঁড়ে ফেলে দেন। অবশ্য ওই ছেঁড়া টাকাগুলো ট্রেজারীতে জমা দিয়ে পুরো টাকা ফেরত পাওয়া গিয়েছিল।'

পরবর্তী বছর গুলোতেও সওদাগর সরকারের নেতৃত্বে এলাকার জনগণের মরণপণ আন্দোলন কাঙ্ক্ষিত জয় পেল। Divisional Superintendent কে. কে. দাশ পীরতলা হল্ট স্টেশনের ঘোষণা দিলেন। এ প্রসঙ্গে বীরেন্দ্র কুমার মন্ডলের কাছে সওদাগর সরকার বলেছেন, 'স্টেশনের দাবি মেনে নিয়ে শ্রী কে. কে. দাস যে ঘোষণা করলেন তার কয়েক দিনের মধ্যেই মাপজোকের কাজ শুরু হয়েছিল। প্লাটফর্মের সীমানা নির্ধারণ নিয়ে নিজেদের মধ্যে সামান্য মতপার্থক্য থাকলেও তা নিয়ে বড় রকমের সমস্যা কিছু হয়নি। বর্তমান স্টেশন এলাকাটাকেই সর্বসম্মত ভাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। সেইমতো কাজ শুরু হয়। স্টেশন অনুমোদন পেয়েছিল পীরতলা হল্ট নামে। Rail level প্ল্যাটফর্ম তৈরির জন্য নির্দিষ্ট সীমানার রেল জমির মাটি খুঁড়ে রেল লাইনের পূর্ব পাশে প্লাটফর্ম নির্মাণের কাজ শুরু হয়। পুরনো লোহার রেল কেটে টিকিট ঘরের কাঠামো তৈরি হয়। তার উপর যাকে আমরা করগেটেড টিন বলি সেই টিন দিয়ে দেয়াল ও ছাউনির

৪র্থ পৃষ্ঠায়...

AFFIDAVIT

Chameli Bibi C/O Moksed Sk, residing at Vill & PO - Harua, PS - Suti, Dist - Murshidabad, WB solemnly affirmed and declared in the court of 1st Class J.M. Berhampore that her name is Chameli Bibi as written in her Aadhaar Card vide no - 6715 4150 4534 & EPIC vide no - FKG2586170.That in Porcha of Mouza Harua, J.L.No - 43, Kh.No - 3715, Plot No.- 263, PS - Suti her name is written as Taslema Bibi. As per affidavit Chameli Bibi & Taslema Bibi is the same and one identical person.

AFFIDAVIT

Md Ajarul Sk S/O Chand Mahammad Sk, residing at Vill & PO - Takipur, PS - Rejinagar, Dist - Murshidabad, WB, Pin - 742189 solemnly affirmed and declared in the court SDEM(S) Berhampore that his name is Md Ajarul Sk S/O Chand Mahammad Sk as written in his Voter Card vide no - ZUY1160951 . That in his Driving Licence vide no - WB5720130024412 his name is written as Ajarul Sk S/O Chand Mahammad Sk.As per affidavit Md Ajarul Sk & Ajarul Sk is the same and one identical person .

AFFIDAVIT

Sarika Bibi W/O Charu Sk, residing at Vill & PO - Harua, PS - Suti, Dist - Murshidabad, WB, Pin - 731221 solemnly affirmed and declared in the court of 1st Class J.M.Jangipur that her name is Sarika Bibi as written in her Aadhaar Card vide no - 3121 6034 1311 & EPIC vide no - ZST2897619.That in her Registered Deed vide No.1582/2023 registered at Suti A.D.S.R.her name is written as Sarika Bibi alias Sarifa Bibi.As per affidavit Sarika Bibi & Sarika Bibi alias Sarifa Bibi is the same and one identical person.

AFFIDAVIT

Mahabul Sk S/O Hiyat Seikh, residing at Vill - Arizpupr, PO - Maricha, PS - Islampur, Dist - Murshidabad, WB solemnly affirmed and declared in the court SDEM(S) Berhampore that his father's name is Hiyat Seikh as written in his Aadhaar Card vide no - 5412 9379 8840, Voter Card vide no - XYZ1039882 & other papers. That in his Driving Licence vide no - WB5720160215010 his father's name is written as Hiat Sk.As per affidavit his father Hiyat Seikh & Hiat Sk is the same and one identical person.

AFFIDAVIT

Hanif Sk S/O Hajrat Ali Sk, residing at Vill & PO - Nowda, PS - Nowda, Dist - Murshidabad, WB solemnly affirmed and declared in the court SDEM(S) Berhampore that his name is Hanif Sk as written in his Aadhaar Card vide no - 5702 9887 4202.His name is Hanif Sk S/O Hajrat Ali Sk as written in his Voter Card vide no - UJM2597383. That in his Driving Licence vide no - WB5720030010942 his name is written as Md Hanif Sk S/O Md Hajrat Ali Sk.As per affidavit Hanif Sk & Md Hanif Sk and his father Hajrat Ali Sk & Md Hajrat Ali Sk is the same and one identical person .

AFFIDAVIT

Dipu Hossain S/O Mirja Deluar Hossain, residing at Vill - Brahmanigram, PS - Sagardighi, Dist - Murshidabad, WB solemnly affirmed and declared before the Notary Public that his name is Dipu Hossain. But in his ration card his name is written as Mirja Kadir Hossain. That his D/L No.WB0119970392994. As per affidavit Dipu Hossain & Mirja Kadir Hossain is the same and one identical person that his ration card should be corrected by the competent authority.

AFFIDAVIT

Manindra Nath Bhattacharjee S/O Late Kshirode Nath Bhattacharjee, residing at Vill & PO - Radharghat, PS - Berhampore, Dist - Murshidabad, WB, Pin - 742187 solemnly affirmed and declared in the court of 1st Class J.M. Berhampore that his name is Manindra Nath Bhattacharjee S/O Kshirode Nath Bhattacharjee as written in his Aadhaar Card vide no - 7654 1087 4197, EPIC vide no - SAF2785095 & PAN Card vide no - AFWPB9785L. That in his S/B Account No. 10528181415 of State Bank of India, Khagra Branch his name is written as Manindranath Bhattacharya S/O Khirode Nath Bhattacharjee. That in his PPO vide no. MSD/S/P/8066 his name is noted as Manindra Nath Bhattacharya. As per affidavit Manindra Nath Bhattacharjee S/O Kshirode Nath Bhattacharjee, Manindranath Bhattacharya S/O Khirode Nath Bhattacharjee & Manindra Nath Bhattacharya is the same and one identical person.

পীরতলা হল্ট স্টেশন ও সওদাগর সরকার

৩য় পৃষ্ঠার পর...

একটি ঘর তৈরি হয়েছিল। ঘরটি ছিল দশ ফুট বাই দশ ফুট। আর ঘরটির সামনে দশ ফুট বাই দশ ফুটের একটি বারান্দা তৈরি হয়েছিল। এটি হল টিকিট কাউন্টার। ১০০০ ফুট লম্বা প্লাটফর্মের দুই প্রান্তে 'পীরতলা হল্ট' লেখা সাইনবোর্ড বসানো হলো। আর পানীয় জলের জন্য একটি নলকূপ। স্টেশন উদ্বোধন হওয়ার বেশ কিছুদিন পর বসানো হয়েছিল লোহার বেড়া। আমি সময় পেলেই কেমন কাজ হচ্ছে ঘুরে ঘুরে দেখতাম। আন্দোলনের সফল যোদ্ধারাও ঘুরে ঘুরে দেখত। কাজ হচ্ছে দেখে সবার বুক ভরে যেত। দেখতে দেখতে ধীরে ধীরে নির্মাণ কাজ শেষ হলো। স্থির হল অনুষ্ঠানিকভাবে স্টেশনের উদ্বোধনের দিনক্ষণ। সিদ্ধান্ত হলো ২২. ৮.১৯৭০ তারিখে পীরতলা হল্ট স্টেশনের অনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু হবে। রেল দপ্তরের শিয়ালদহ ডিভিশনের থেকে যেমন প্রস্তুতি নিয়েছিল, তেমনি আমরাও তৈরি হয়েছিলাম। ঐদিন স্থির হয়েছিল পূর্ব রেলের পক্ষ থেকে উপস্থিত থাকবেন ডিভিশনাল কমার্শিয়াল অফিসার বি বাসু, আর সম্মানীয় আব্দুস সাত্তার সাহেব। সেইসঙ্গে আমন্ত্রিত হয়েছিল এতদ এলাকার বিশিষ্টজনেরা। গোটা প্লাটফর্ম এলাকার সুন্দর করে সাজানো হয়েছিল। অতিথিদের বসার ও আপ্যায়নের ভালো ব্যবস্থা হয়েছিল। সকাল সাতটার আগেই সম্মানীয় অতিথিগণ এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। রেলের তরফে বিভাগীয় আধিকারিকগণ এসে হাজির হন। সবার উপস্থিতিতে ডিভিশনাল কমার্শিয়াল অফিসার বি বাসুর অনুরোধে এম এল এ আব্দুস সাত্তার সাহেব ফিতে কেটে অনুষ্ঠানিকভাবে পীরতলা হল্ট রেল স্টেশনের শুভ উদ্বোধন করেন। শুরু হলো পীরতলা স্টেশনের জয় যাত্রা। চারটি আপ এবং তিনটি ডাউন ট্রেন দাঁড়াবে বলে সিদ্ধান্ত হয়, সেইমতো দাঁড়াতো। ১৫ টি স্টেশনের টিকিট দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল। ঐ দিনটি এলাকাবাসীদের নিকট স্মরণীয় দিন হিসেবে চিহ্নিত, হয়েছিল আমার স্বপ্নপূরণ।'

পীরতলা হল্ট স্টেশন হাটি হাটি পা পা করতে করতে ২২/৮/২০২৬ তারিখ সাতান্ন বছরে পা দিল। এই হল্ট স্টেশনের আরও শ্রী বৃদ্ধির জন্য এই এলাকার আরও এক সু সন্তান বীরেন কুমার মন্ডলের যোগ্য নেতৃত্বে এলাকার মানুষ আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। এই আন্দোলন দীর্ঘজীবী হোক, রেল মানচিত্রে পীরতলা স্টেশন স্বগর্বে মাথা উঁচু করে নিজের উপস্থিতি জানান দিক।

তথ্য ঋণ: বীরেন্দ্র কুমার মন্ডল রচিত 'পীরতলা হল্ট রেলস্টেশন আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত একটি বৃত্ত'। **(শেষ)**

আমার স্বদেশ লুঠ

১ম পৃষ্ঠার পর...

যুবককে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলেও এই উত্তর সকলেই এড়িয়ে গেছেন। যেন উত্তর দিতে সকলেরই বেশ ভয় করছে। এব্যাপারে সুতির বিধায়ক ইমানী বিশ্বাস ও জঙ্গীপুরের সাংসদকে ফোন করা হলেও তাঁরা কেউই ফোন তোলেন নি। এস আই আর এ মুর্শিদাবাদ জেলার সীমান্তবর্তী গ্রাম গুলির হাজার হাজার মানুষের নাম ডিলিটেড। ট্রাইব্যুনালের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আছে। প্রতিদিন সরকার বাহাদুরের নিত্যনতুন ফতোয়া। অনুমান করা কঠিন নয়, হয়তো তাদের উপরও কোনো অজানা আঘাত আছড়ে পড়বে — এই আতঙ্কেই সকলে কাঁটা হয়ে আছে। রাষ্ট্র জোর করে কাঁটাতার দিলেও সীমান্তবর্তী গ্রামগুলির মানুষের অনেকেরই আত্মীয় স্বজন বাংলাদেশে থাকেন। আপদে বিপদে উৎসবে যাতায়াতও হয়। সব সময় আইন মেনে হয়না। হতে পারে, রাষ্ট্র বেআইন সহ্য করে না। কিন্তু তারা তো আইন মানবে। বিদেশি নাগরিক সন্দেহ হলে, তাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিতে হবে। তাদের আদালতে পেশ করতে হবে। কিন্তু গভীর রাতে দুবৃত্তের মতো পুলিশ মায়ের কাছ থেকে শিশুকে কেড়ে নিয়ে যাবে। তার পর তাদের কোনও হদিস পাওয়া যাবে না। একি আইনসম্মত, নাকি অমানবিক নৃশংসতা?

মুর্শিদাবাদ সাঁতার : অসম্মানের আশঙ্কায় সরে এলেন সাংবাদিকরা

নিজস্ব সংবাদদাতা ❑ বহরমপুর — মুর্শিদাবাদে ঐতিহ্যবাহী গঙ্গা বক্ষে সাঁতারের ঘোষণা দিয়ে ঝড়-এ সংবাদ পরিবেশিত হয়েছিল। কিন্তু ৬ সেপ্টেম্বর সাঁতারের সংবাদ প্রকাশ পেল না। কারণ হিসেবে সাংবাদিকরা জানালেন, কে এন কলেজ ঘাটে সাংবাদিকরা যখন সংবাদ করতে হাজির হয়েছিলেন সেই সময় থেকেই কয়েকজন মহিলা ও দুজন পুরুষ — যাদের স্বেচ্ছাসেবকের ব্যাজও ছিল, তারা সাংবাদিকদের সঙ্গে বাদানুবাদে জড়িয়ে যাচ্ছিলেন বিভিন্ন কারণে। সাংবাদিকরা যতই তাদের বোঝানোর চেষ্টা করছিলেন তাদের কাজটা করতে দেবার জন্য। ততই তারা বিভিন্নভাবে বাধা দিচ্ছিলেন। শেষ পর্যন্ত সাংবাদিকরা মনে করলেন, তাঁদের সম্মান বিপন্ন হতে পারে। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সমস্ত সাংবাদিকরা খবর করা থেকে বিরত হন এবং ওই জায়গা ছেড়ে উঠে চলে আসেন। এই কারণে এই আবেগপূর্ণ প্রতিযোগিতাটির খবর করা যায়নি।

ধর্ষণের দায়ে কারাদণ্ড

নিজস্ব সংবাদদাতা ❑ কান্দি — ধর্ষণের দায়ে গত ৯ সেপ্টেম্বর এক যুবকের ১০ বছরের কারাদণ্ডের নির্দেশ দিল কান্দি মহকুমা আদালতের দায়রা বিচারক মানিকলাল জানা। ১০ বছরের কারাদণ্ডের সাথে ২৫ হাজার টাকা জরিমানাও করা হয়। সাজাপ্রাপ্তের নাম সিরাজুল ইসলাম। বাড়ি সালার থানার উজুঁনিয়া গ্রামে। অনাদায়ে আরও ছয়মাসের কারাদণ্ডের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। একইসঙ্গে নির্যাতিতাকে আড়াই লক্ষ টাকা ক্ষতিপুরণ দেওয়ার আবেদন করা হয়েছে।

ওই আদালতের সরকারি আইনজীবী বিনীতা রায় বলেন, ২০২৩ সালে সালার থানার কাগ্রামের এক বিয়ে বাড়িতে সাজাপ্রাপ্ত যুবক ওই যুবতীকে জোর করে একটি জায়গায় নিয়ে যায়। এরপর সেখানে তাকে ধর্ষণ করা হয়। এই ঘটনায় ওই বছর ২২ জানুয়ারি সালার থানায় ধর্ষণের মামলা করা হয়েছিল সাজাপ্রাপ্ত যুবকের বিরুদ্ধে।

ভুয়ো এজেন্ট গ্রেপ্তার

নিজস্ব সংবাদদাতা ❑ কান্দি --- হাসপাতালের সিকিউরিটি গার্ডের কাজ পাইয়ে দেওয়ার নামে টাকার দাবি। ৭ সেপ্টেম্বর সোমবার এই ঘটনার অভিযোগে কান্দি থানা এক যুবককে আটক করেছে। কান্দি শহরের ধল্লাপাড়ার জ্যোতি বারিক বলেন, কান্দির এই হাসপাতালে সিকিউরিটি গার্ডের কাজ দেওয়া হবে বলা হয়েছিল। এদিন এখানে কাজে যোগ দিতে আসি। কিন্তু এক যুবক কাজে যোগ করিয়ে দেওয়ার নামে এক লক্ষ টাকা দাবি করছেন।

AFFIDAVIT

Sanjib Kumar Dutta S/O Atindra Narayan Dutta, residing at Vill & PO - Chandpur, PS - Nowda, Dist - Murshidabad, WB, Pin - 742121 solemnly affirmed and declared in the court of 1st Class J.M. Berhampore that his & his father's name is Sanjib Kumar Dutta S/O Atindra Narayan Dutta as written in his Aadhaar Card vide no - 4683 3820 9386, Voter Card vide no - GNN2638369 & PAN Card vide no - AKSPD2363B.That in his Driving Licence vide no - WB5720140097563 his & his father's name is written as Sanjib Kr Dutta S/O Atindranath Dutta.As per affidavit Sanjib Kumar Dutta & Sanjib Kr Dutta and his father Atindra Narayan Dutta & Atindranath Dutta is the same and one identical person.

AFFIDAVIT

Md.Jiarul Shaikh S/O Akbar Ali, residing at Vill - Natun Diar, PO - Sadar Nashipur, PS - Lalgola, Dist - Murshidabad, WB, Pin - 742148 solemnly affirmed and declared before the Notary Public that his name is Md.Jiarul Shaikh as written in his Aadhaar Card vide no - 4145 1115 7029, PAN Card vide no - FPJPS3564G. That in his Driving Licence vide no - WB 5720130018802 his name is written as Md. Ziarul Sk.As per affidavit Md. Jiarul Shaikh & Md.Ziarul Sk is the same and one identical person.

AFFIDAVIT

Rahamtulla Sk S/O Munayam Sk, residing at Vill - Teghari, PO - Nazirpur, PS - Rejinagar, Dist - Murshidabad, WB, Pin - 742189 solemnly affirmed and declared in the court SDEM(S) Berhampore that his father's name is Munayam Sk as written in his Aadhaar Card vide no - 9056 1325 7114 & Digital Birth Certificate vide Regn.No - B/2024/1646527 date of Regn 20/08/2008 .That in his Academic Qualification Record of W.B.B.S.E. & Birth Certificate vide Regn No.DH/U/MSD/8864 date of Regn.20/08/2008 his father's name is written as Dablu Sk.As per affidavit his father Munayam Sk & Dablu Sk is the same and one identical person .

AFFIDAVIT

Fitu Sekh S/O Sadek Sekh, residing at Vill - Bholanathpur, PO - Kadamtala, PS - Suti, Dist - Murshidabad, WB, Pin - 742224 solemnly affirmed and declared in the court of SDEM, Jangipur that his name is Fitu Sekh S/O Sadek Sekh as written in his Aadhaar Card vide no - 6081 5333 5207, Voter Card vide no - BSK3107810 & PAN Card vide no - ELTPS8098L.That in his Driving Licence vide no - WB5720090032610 his name is written as Fitu Sk S/O Sadek Sk. As per affidavit Fitu Sekh S/O Sadek Sekh and Fitu Sk S/O Sadek Sk is the same and one identical person.

AFFIDAVIT

Kayef Mollick S/O Jamer Ali Mollick, residing at Vill & PO - Loknathpur, PS - Rejinagar, Dist - Murshidabad, WB, Pin - 742189 solemnly affirmed and declared in the court SDEM(S) Berhampore that his father's name is Jamer Ali Mollick as written in his Aadhaar Card vide no - 5844 8898 0618 & Digital Birth Certificate vide Regn.No - B/2025/234778 date of Regn 30/12/2008 .That in his Academic Qualification Record of W.B.B.S.E. & Birth Certificate vide Regn No.331 date of Regn.30/12/2008 his father's name is written as Jamer Mollick.As per affidavit his father Jamer Ali Mollick & Jamer Mollick is the same and one identical person .

AFFIDAVIT

Unus Faizee S/O Iqabal Faizee, residing at Vill - Raghunathpur, PO - Jangipur, PS - Raghunathganj, Dist - Murshidabad, WB, Pin - 742212 solemnly affirmed and declared in the court of 1st Class E.M.Jangipur that his name is Unus Faizee S/O Iqabal Faizee as written in his Voter Card vide no - ACY1456260,Aadhaar Card vide no - 8433 0577 1256.That in his Driving Licence vide no - WB5720160209482 his & his father's name is written as Yunus Faizee S/O Ikbal Faizee.As per affidavit Unus Faizee S/O Iqabal Faizee & Yunus Faizee S/O Ikbal Faizee is the same and one identical person.

AFFIDAVIT

Abdulla Sk S/O Md Jamluddin, residing at Vill - Natunpara, PO - Palitapara & PS - Saktipur, Dist - Murshidabad, WB, Pin - 742163 solemnly affirmed and declared in the court SDEM(S) Berhampore that his father's name is Md Jamluddin as written in his Digital Ration Card vide no - RKSY - I 0800250233, PAN Card vide no - EVIPS5488F & Passport vide no - P1749292 . That in his Driving Licence vide no - WB5720100180041 his father's name is written as Jamluddin.As per affidavit his father Md Jamluddin & Jamluddin is the same and one identical person .

AFFIDAVIT

Sanoyaj Sk S/O Salep Sk, residing at Vill & PO - Trimohini, PS - Nowda, Dist - Murshidabad, WB, Pin - 742175 solemnly affirmed and declared in the court of 1st Class J.M. Berhampore that his & his father's name is Sanoyaj Sk & Salep Sk as written in his Aadhaar Card vide no - 5082 7109 0373 & Voter Card vide no - GNN2676039.That in his Driving Licence vide no - WB 5720090065516 his & his father's name is written as Sanoyaj Seikh & Chhalib Sk.As per affidavit Sanoyaj Sk & Sanoyaj Seikh and his father Salep Sk & Chhalib Sk is the same and one identical person.

AFFIDAVIT

Nanku Majhi S/O Mukti Majhi, residing at Vill & PO - Hilora, PS - Suti, Dist - Murshidabad, WB solemnly affirmed and declared in the court of 1st Class E.M.Jangipur that his name is Nanku Majhi S/O Mukti Majhi as written in his EPIC vide no - WB/08/052/234048.That in his Land information vide Kh.No 7558/8 under Mouza Hilora, J.L. No - 33, his name is noted as Nanku Sarkar S/O Muktipada Sarkar.As per affidavit Nanku Majhi & Nanku Sarkar and his father Mukti Majhi & Muktipada Sarkar is the same and one identical person.

AFFIDAVIT

Muzahar Mandal S/O Adam Safiullah Mandal, residing at Vill - Khordda Narayanmpur, PO & PS - Kandi, Dist - Murshidabad, WB, Pin - 742136 solemnly affirmed and declared in the court SDEM(S) Berhampore that his name is Muzahar Mandal S/O Adam Safiullah Mandal as written in his Voter Card vide no - WOB1794908 .That in his Driving Licence vide no - WB5720210018329 his name is written as Muzahar Mandal S/O Adam Saifullah Mandal.As per affidavit his father Adam Safiullah Mandal & Adam Saifullah Mandal is the same and one identical person .

JHAR, 124, Daihatta Road, P.O. Khagra, Murshidabad-742 103, Published & Printed by Sadhan Roy. Printed from Gitanjali Printing Press, Khagra, Msd. EDITOR : KOUSIK CHATTERJEE